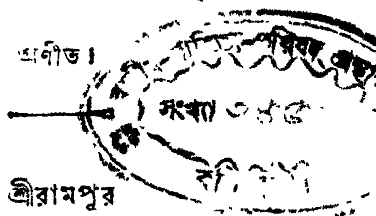
ব্যাকরণসার।



হয়েড়া গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের
ব্যবহারার্থ।



৺ বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রণীত।



শ্রীরামপুর
তমোহর যন্ত্রে তৃতীয়বার মুদ্রিত।



শ্রীযুত বি, এম, সেন কর্তৃক প্রকাশিত।
সংবৎ ১৯২৪।

মূল্য চারি আনা।

B. M. Sen Printer.

ভূমিকা।

বাঙ্গালা ভাষার উৎকৃষ্ট প্রণালীসিদ্ধ প্রথমপাঠ্য ব্যাকরণ এক খানিও প্রকটিত হয় নাই। এই অসদ্ভাব প্রযুক্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের যে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। আমি ঐ অসুবিধা দূরীকরণ মানসে "উপক্রমণিকা" ও "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক খানি সংগ্রহ করিলাম। ইহাতে সংক্ষেপতঃ ব্যাকরণের সারাংশ অতি সরল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইংরাজী ব্যাকরণের "কী" অর্থাৎ টীকার প্রণালী অনুসারে ভূরি ভূরি উদাহরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।

গ্রন্থ খানি সমুদায় লেখা হইলে শান্তিপুর বিভাগের ডেপুটি স্কুল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিতে দিই তিনি ইহার কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া মুদ্রিত করণের আদেশ করেন, তদনুসারে আমি সাহসপূর্ব্বক ইহা মুদ্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হইলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, সংস্কৃত কালেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

হরেড়া গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়।
সংবৎ ১৯১৮। ভাদ্র।

শ্রীবিশ্বম্ভর শর্ম্মণঃ।

ব্যাকরণসার।

বর্ণ।

১। অ আ ই ক খ গ ইত্যাদি প্রত্যেকে এক একটি বর্ণ। বর্ণ সমুদায়ে আটচল্লিশটি যথা, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ এ ঐ ও ঔ। ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব, শ ষ স হ, ং ঃ। এই সকল বর্ণ দুই ভাগে বিভক্ত, স্বর ও ব্যঞ্জন।

২। স্বর বর্ণ—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ এ ঐ ও ঔ এই ত্রয়োদশ বর্ণ স্বর। ইহাদের মধ্যে অ ই উ ঋ ঌ এই পাঁচটি স্বর হ্রস্ব। আ ঈ ঊ ৠ এ ঐ ও ঔ এই আটটি স্বর দীর্ঘ।

৩। ব্যঞ্জন বর্ণ—ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব, শ ষ স হ, ং ঃ। এই পঁয়-ত্রিশটি বর্ণ ব্যঞ্জন। ইহাদের মধ্যে ক অবধি পঁচিশটি বর্ণকে স্পর্শ বর্ণ বলে। য র ল ব এই চারিটিকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে। শ ষ স হ এই চারিটিকে উষ্ম বর্ণ বলে। এবং ং (অনুস্বার) ও ঃ (বিসর্গ) এই দুইটি বর্ণকে অযোগবাহ বলে।

৪। সমুদায় স্পর্শ বর্ণ পাঁচ বর্গে বিভক্ত; যথা কবর্গ চবর্গ টবর্গ তবর্গ ও পবর্গ। ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচটি কবর্গ; চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচটি চবর্গ; ট ঠ ড ঢ ণ এই পাঁচটি টবর্গ; ত থ দ ধ ন এই পাঁচটি তবর্গ; প ফ ব ভ ম এই পাঁচটি পবর্গ।

বর্ণের উচ্চারণস্থান নিয়ম।

৫। অ আ হ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলে।

৬। ক খ গ ঘ ঙ ইহাদের উচ্চারণ স্থান জিহ্বামূল, ইহাদিগকে জিহ্বামূলীয় বলে।

৭। ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ ইহাদের উচ্চারণ স্থান তালু, ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ বলে।

৮। ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ ইহাদের উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা, ইহাদিগকে মূর্দ্ধণ্য বর্ণ বলে।

৯। ঌ ত থ দ ধ ন ল স ইহাদের উচ্চারণ স্থান দন্ত, ইহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ বলে।

১০। উ ঊ প ফ ব ভ ম ইহাদের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

১১। এ ঐ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু, ইহাদিগকে কণ্ঠ্যতালব্য বর্ণ বলে।

১২। ও ঔ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ, ইহাদিগকে কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

১৩। অন্তঃস্থ বকারের উচ্চারণ স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ, ইহাকে দন্ত্যোষ্ঠ বর্ণ বলে।

১৪। ং অনুস্বারের উচ্চারণ স্থান নাসিকা, ইহাকে অনুনাসিক বর্ণ বলে।

১৫। ঃ বিসর্গ যখন যে স্বরের পর থাকে, সেই স্বরের উচ্চারণ স্থানই তাহার উচ্চারণ স্থান।

১৬। ঙ ঞ ণ ন ম ইহারা নাসিকা হইতেও

উচ্চারিত হয়, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণও বলে।

১৭। স্বরবর্ণের আকৃতি দুই প্রকার; স্বাভাবিক আকৃতি ও সংযোগাকৃতি। যথা, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ এ ঐ ও ঔ।

া ি ী ু ূ ৃ ৄ ৢ ে ৈ ো ৌ।

১৮। স্বরবর্ণ, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জন বর্ণে সংযুক্ত হয়।

এইরূপ সংযুক্ত বর্ণকে যুক্তাক্ষর বলে না। যেমন, ক্+অ=ক; ক+আ=কা; ক্+ই=কি ইত্যাদি।

১৯। দুই বা তদধিক ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগকে যুক্তাক্ষর বলে। যথা স্ক স্ত স্প।

২০। যে ব্যঞ্জন বর্ণে কোন স্বর যুক্ত নাই তাহার অধোভাগে (্) এই চিহ্ন থাকে। যথা, স্ ন্ দ্ *।

---

* ছাত্রেরা নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর করিবে।

ক এবং ক্ এই দুয়ের প্রভেদ কি?

মন, মানা, কোণ, কোন্, অল্প, বৃক্ষ, বীক্ষণ, আকীর্ণ, উত্থান, স্বদেশ, নিরুপদ্রব, উৎপাত, জ্যোৎস্না, বিদ্যুৎ এই সকল শব্দে কয়টি করিয়া বর্ণ আছে?

দিবস, চক্র, কুশ, দেব, মহা, চিন্তা, প্রতি, মধু, পিতৃ, পো, তৎ, দিক্, চক্ষুঃ, ক্ষি, কে, কৈ, এই শব্দ গুলির শেষাক্ষর কি?

সন্ধি।

২১। এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের মিলনের নাম সন্ধি। সন্ধি দুই প্রকার; স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনের নাম স্বরসন্ধি। ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জন বর্ণ অথবা স্বরবর্ণের মিলনের নাম ব্যঞ্জনসন্ধি।*

স্বরসন্ধি।

২২। অকারের পর অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ের মিলিয়া আকার হয়। আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, দিবস—অবধি দিবসাবধি; চক্র—অন্ত চক্রান্ত; কুশ—আসন কুশাসন; [illegible] দেবালয়।

২৩। আকারের পর অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, মহা—অর্ঘ মহার্ঘ; চিন্তা—অর্ণব চিন্তার্ণব; মহা—আশয় মহাশয়; মহা—আড়ম্বর মহাড়ম্বর।

২৪। ইকারের পর ই কিংবা ঈ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈকার হয়। ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, প্রতি—ইতি প্রতীতি; অতি—ইব অতীব; পরি—ঈক্ষা পরীক্ষা।

২৫। ঈকারের পর ই কিংবা ঈ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈকার হয়। ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, মহী—ইন্দ্র মহীন্দ্র; মহী—ঈশ্বর মহীশ্বর; লক্ষ্মী—ঈশ লক্ষ্মীশ।

২৬। উকারের পর উ কিংবা ঊ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊ হয়। ঊকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, বিধু—উদয় বিধূদয়; মনু—উক্তি মনূক্তি; লঘু—ঊর্ম্মি লঘূর্ম্মি।

২৭। ঊকারের পর উ কিংবা ঊ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊ হয়। ঊকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, বধূ—উৎসব বধূৎসব;

২৮। ঋকারের পর ঋকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঋকার হয়। ঋকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, পিতৃ—ঋণ পিতৃণ; ভ্রাতৃ—ঋদ্ধি ভ্রাতৃদ্ধি।

নিম্ন লিখিত পদগুলির সন্ধি নিষ্পন্ন পদ স্থির কর।

আশা	—	[illegible]	মহতী	—	ইচ্ছা
বাষ্প	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
প্রতি	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
অগ্নি	—	ইন্দ্রিয়	[illegible]	—	[illegible]
ভ্রাতৃ	—	ঋজুস্বভাব	[illegible]	—	[illegible]
গদা	—	আঘাত	[illegible]	—	[illegible]
কবি	—	ঈশ্বর	মানস	—	[illegible]
ঘন	—	অন্তর	সীমা	—	[illegible]
অধি	—	ঈশ্বর	অধি	—	ইন্দ্র
রক্ষণ	—	অবেক্ষণ	মধু	—	উৎসব
বিভু	—	উপদেশ	মশা	—	[illegible]
মুর	—	অরি	গিরি	—	ইন্দ্র
বার্ত্তা	—	অবগত	অতি	—	[illegible]
দয়া	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
অতি	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
কথা	—	অন্তর	স্থিতি	—	[illegible]
বেদ	—	অন্ত	সুধা	—	অংশু
সন্ধ্যা	—	অবধি	কম্প	—	অন্তর

২৯। অকারের পর ই কিংবা ঈ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়। একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, দেব—ইন্দ্র দেবেন্দ্র; অব—ঈক্ষণ অবেক্ষণ; শ্রবণ—ইন্দ্রিয় শ্রবণেন্দ্রিয়; প্রাপণ—ইচ্ছা প্রাপ-ণেচ্ছা।

৩০। আকারের পর ই কিংবা ঈ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়। একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, মহা—ইন্দ্র মহেন্দ্র; রসনা—ইন্দ্রিয় রসনেন্দ্রিয়; উমা—ঈশ উমেশ।

৩১। অকারের পর উ কিংবা ঊ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়। ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, চন্দ্র—উদয় চন্দ্রোদয়; উষ্ণ—উদক উষ্ণো-দক, বাম—ঊরু বামোরু।

৩২। আকারের পর উ কিংবা ঊ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়। ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, গঙ্গা—উদক গঙ্গোদক; মহা—উৎসব মহোৎসব; গঙ্গা—ঊর্ম্মি গঙ্গোর্ম্মি।

৩৩। অকার কিংবা আকারের পর ঋ

থাকিলে উভয়ে মিলিয়া অর্ হয়। অকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং র পরবর্ণের মস্তকে যায়।

যথা, দেব—ঋষি [illegible] উত্তম—ঋণ উত্তমর্ণ ; মহ[illegible] —ঋষি মহর্ষি।

৩৪। অকারের পর এ কিংবা ঐ থা[illegible] উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়। ঐকার পূর্ব্ব[illegible] যুক্ত হয়।

যথা, জন—এক জনৈক ; সর্ব্ব—এব সর্ব্বৈব [illegible] ঐক্য মতৈক্য।

৩৫। আকারের পর এ কিংবা ঐ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়। ঐকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, সদা—এব সদৈব ; মহা—ঐশ্বর্য্য মহৈশ্বর্য্য ; মহা—ঐরাবত মহৈরাবত।

৩৬। অকারের পর ও কিংবা ঔ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়। ঔকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, জল—ওঘ জলৌঘ ; স্থূল—ওতু স্থূলৌতু ; গত—ঔৎসুক্য গতৌৎসুক্য ; চিত্ত—ঔদার্য্য চিত্তৌদার্য্য।

৩৭। আকারের পর ও কিংবা ঔ থাকিলে

উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়। ঔকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা; মহা—ওষধি মহৌষধি, মহা—ঔদার্য্য মহৌদার্য্য; মহা—ঔৎসুক্য মহৌৎসুক্য।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির নিষ্পন্ন পদ স্থির কর।

[illegible]	—	ইন্দ্র	হর্ষ	—	উৎফুল্ল
[illegible]	—	ইন্দু	মহা	—	উদয়
[illegible]	—	ঈশ	ক্ষুদ্র	—	ঐরাবত
চণ্ড	—	ঔদাস্য	মহা	—	ঔদরিক
জল	—	উচ্ছ্বাস	রাজা	—	ঋষি
এক	—	ঊনবিংশতি	পরম	—	ঈশ্বর
মুকুন্দ	—	ওক	এক	—	এক
তব	—	ঐশ্বর্য্য	উষ্ণ	—	উৎস
রমা	—	ঈশ	পর্ব্বত	—	ঊর্দ্ধ
গ্রহণ	—	ইচ্ছা	হিম	—	ঋতু
আত্ম	—	উৎকর্ষ	চম্পা	—	ওষধি
মহা	—	ঈশ্বর	সর্ব্ব	—	উৎকৃষ্ট

৩৮। ই ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই ঈ স্থানে য্ হয়। য্ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর য্‌কারে যুক্ত হয়।

যথা, অতি—অন্ত অত্যন্ত, যদি—অপি যদ্যপি, নদী—অম্বু নদ্যম্বু ; মহী—অধিপতি মহ্যধিপতি।

৩৯। উ ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে উ ঊ স্থানে ব্ হয়। ব্ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর ব্কারে যুক্ত হয়।

যথা, অনু—অয় অন্বয় ; অনু—এষণ অন্বেষণ ; গুরু—ঈ গুর্ব্বী ; বধূ—আদি বধ্বাদি।

৪০। ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ঋ স্থানে র্ হয়। র্ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর র্কারে যুক্ত হয়।

যথা, মাতৃ—আদেশ মাত্রাদেশ ; পিতৃ—আলয় পিত্রালয় ; ধাতৃ—ঈশ ধাত্রীশ।

৪১। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এ স্থানে অয্ এবং ঐ স্থানে আয্ হয়। অ এবং আ পূর্ব্ব-বর্ণে যুক্ত হয় আর পরের স্বর য্তে যুক্ত হয়।

যথা, নে—অন নয়ন, নৈ—অক নায়ক, শে—অন শয়ন ; শৈ—ঈ শায়ী।

৪২। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ও স্থানে অব্ এবং ঔ স্থানে আব্ হয়। অ এবং আ পূর্ব্ব-বর্ণে যুক্ত হয় আর পরের স্বর ব্কারে যুক্ত হয়।

যথা, ভো—অন ভবন ; পো—অন পবন ; ভৌ—উক ভাবুক ; নৌ—ইক নাবিক ; পৌ—অন পাবন।

নিম্ন লিখিত শব্দগুলিতে সন্ধি হইয়া কি কি পদ হইবে ?

সাধু	—	ঈ	অভি	—	উদয়
অধি	—	এতা	কটু	—	অম্ল
সখী	—	উক্তি	নিম্নো	—	অ
সু	—	আগত	অতি	—	আচার
অতি	—	ঐশ্বর্য্য	চক্ষু	—	আঘাত
জ্ঞাতৃ	—	অভিভব	বায়ু	—	আকাশ
পো	—	ইত্র	স্তৌ	—	অক
প্রতি	—	আগমন	অনু	—	ইত
অধি	—	আপনা	সরযু	—	অম্বু
বিধে	—	অক	পরি	—	আলোচনা
অধি	—	অবসায়	অতি	—	উক্তি
প্রতি	—	এক	উপরি	—	উপরি
বায়ু	—	অগ্নি	গিরি	—	উপরি
দৌ	—	অ	নদী	—	ঊর্দ্ধম্

ব্যঞ্জনসন্ধি।

৪৩। চ কিংবা ছ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়।

যথা, তৎ—চেষ্টা তচ্চেষ্টা; বৃহৎ—ছিদ্র বৃহচ্ছিদ্র; সম্পদ্—চিন্তা সম্পচ্চিন্তা; শরদ্—চন্দ্র শরচ্চন্দ্র; প্রতিপদ্—চন্দ্র প্রতিপচ্চন্দ্র।

৪৪। জ কিংবা ঝ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়।

যথা, তৎ—জন্য তজ্জন্য; বিপদ্—জাল বিপজ্জাল; উদ্ভিদ্—জ উদ্ভিজ্জ; উৎ—জ্বলিত উজ্জ্বলিত।

৪৫। শ পরে থাকিলে পদের অন্তে স্থিত ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয় এবং ঐ শ স্থানে ছ হয়।

যথা, তৎ—শিব তচ্ছিব; তদ্—শব্দ তচ্ছব্দ; বৃহৎ—শভ বৃহচ্ছভ; এতদ্—শাখা এতচ্ছাখা; বিপদ্—শান্তি বিপচ্ছান্তি।

৪৬। পদের অন্তে স্থিত ত্ ও দ্ এর পরে হ থাকিলে ত্ স্থানে দ্ হয় এবং হ স্থানে ধ হয়।

যথা, তৎ—হবি তদ্ধবি; ঈষৎ—হাস্য ঈষদ্ধাস্য; তদ্—হিত তদ্ধিত।

৪৭। চ্ কিংবা জ্ এর পর দন্ত্য ন থাকিলে তাহার স্থানে ঞ হয়।

যথা, যাচ্—না যাচ্ঞা; রাজ্—নী রাজ্ঞী; রাজ্—ন রাজ্ঞ।

৪৮। ল পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে ল্ হয়।

যথা, তৎ—লয় তল্লয়; উৎ—লেখ উল্লেখ; বিপদ্—লহরী বিপল্লহরী।

৪৯। ত পরে থাকিলে পদের মধ্যস্থিত ম্ স্থানে ন্ হয়।

যথা, গম্—তা গন্তা; নিয়ম্—তা নিয়ন্তা; গম্—তব্য গন্তব্য; ক্ষম্—তব্য ক্ষন্তব্য।

৫০। ন কিংবা ম পরে থাকিলে পদের অন্তেস্থিত ত্ স্থানে ন্ এবং ক্ স্থানে ঙ্ হয়।

যথা, তৎ—নিমিত্ত তন্নিমিত্ত; তৎ—ন তন্ন; তৎ—মধ্যে তন্মধ্যে; কিঞ্চিৎ—মাত্র কিঞ্চিন্মাত্র; বাক্—ময় বাঙ্ময়; দিক্—মুখ দিঙ্মুখ, দিক্—নাগ দিঙ্নাগ।

৫১। ছ পরে থাকিলে স্বরবর্ণের পর চ হয়।

যথা, বৃক্ষ—ছায়া বৃক্ষচ্ছায়া; আ—ছন্ন আচ্ছন্ন; অব—ছেদ অবচ্ছেদ।

৫২। ষকারের পরস্থিত ত্ স্থানে ট্ এবং থ্ স্থানে ঠ্ হয়।

যথা, আকৃষ্—ত আকৃষ্ট; সৃষ্—তা সৃষ্টা; দৃষ্—ত দৃষ্ট; ষষ্—থ ষষ্ঠ; প্রতিষ্—থা প্রতিষ্ঠা।

৫৩। স্বরবর্ণ, গ ঘ দ ধ ব ভ য ব র পরে থাকিলে পদের অন্তেস্থিত ত্ স্থানে দ্ হয়।

যথা, তৎ—অন্ত তদন্ত; উৎ—গার উদ্গার; তৎ—বৎ তদ্বৎ; উৎ—ভব উদ্ভব; তৎ—দ্বারা তদ্দ্বারা; তৎ—রূপ তদ্রূপ।

৫৪। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে পদের অন্তেস্থিত ক্ স্থানে গ্ হয়।

যথা, দিক্—অন্ত দিগন্ত; ত্বক্—ইন্দ্রিয় ত্বগিন্দ্রিয়; বাক্—ঈশ বাগীশ; দিক্—বলয় দিগ্বলয়।

৫৫। স্পর্শবর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তেস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। অথবা যে বর্ণ পরে থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

যথা, কিম্—কর্ত্তব্য কিংকর্ত্তব্য, কিঙ্কর্ত্তব্য; সম্—গত সংগত, সঙ্গত; সম্—পদ সংপদ, সম্পদ, বারম্—বার বারংবার, বারম্বার।

নিম্ন লিখিত শব্দগুলির সন্ধি নিষ্পন্ন পদ স্থির কর।

উৎ	—	চারণ	উৎ	—	ছন্ন
উৎ	—	জ্বল	বৃহৎ	—	হ্রদ

মহৎ	—	শরণ	উৎ	—	শিষ্ট
আবিস্	—	ত	সম্	—	ন্যাস
অলম্	—	কার	সম্	—	ভোগ
তদ	—	জাতি	উৎ	—	লিখিত
তদ্	—	শান্তি	বৃহৎ	—	রথ
সৎ	—	মিত্র	বিদ্যুৎ	—	মালী
গৃহ	—	ছিদ্র	বাক্	—	মন
বিপদ্	—	হেতু	দিক	—	অম্বর
সরিৎ	—	জল	সৎ	—	লোক
ভবৎ	—	ঈয়	উৎ	—	হার
মহৎ	—	হর্ষ	পরাক্	—	মুখ
বাক্	—	জাল	দিক্	—	বিদিক্
মৎ	—	ময়	উৎ	—	ছেদ

৫৬। চ ছ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে শ্ হয়, ট ঠ পরে থাকিলে ষ্ হয় এবং ত থ পরে থাকিলে স্ হয়।

যথা, শিরঃ—চালন শিরশ্চালন; ধনুঃ—টঙ্কার ধনুষ্টঙ্কার; ইতঃ—তত ইতস্তত; মনঃ—তুষ্টি মনস্তুষ্টি; অধঃ—চর অধশ্চর।

৫৭। যদি অকারের পর বিসর্গ থাকে এবং

অকার পরে থাকে তাহা হইলে পূর্ব্ব অকার ও বিসর্গ উভয় স্থানে ওকার হয়। ওকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। এবং পরের অকারের লোপ হয়।

যথা, তেজঃ—অভাব তেজোভাব; ততঃ—অধিক ততোধিক; বয়ঃ—অধিক বয়োধিক।

৫৮। বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অকার ও অকারের পরস্থিত বিসর্গ উভয় স্থানে ওকার হয়। ওকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

যথা, মনঃ—গত মনোগত; মনঃ—যোগ মনোযোগ; বয়ঃ—জ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ।

৫৯। স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে র্ হয়।

যথা, দুঃ—অদৃষ্ট দুরদৃষ্ট; দুঃ—আত্মা দুরাত্মা; বহিঃ—গত বহির্গত; নিঃ—বন্ধ নির্ব্বন্ধ; ধনুঃ—ভঙ্গ ধনুর্ভঙ্গ, চতুঃ—মুখ চতুর্মুখ।

৬০। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত র্ জাত বিসর্গ স্থানে র্ হয়।

যথা, পুনঃ—অপি পুনরপি; পুনঃ—আগত পুনরাগত; অন্তঃ—ধান অন্তর্ধান; অন্তঃ—গত অন্তর্গত; অন্তঃ—হিত অন্তর্হিত।

৬১। র পরে বিসর্গ স্থানে যে র্ হয় তাহার লোপ হয় এবং পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়।

যথা, নিঃ—রস নীরস; নিঃ—রোগ নীরোগ; নিঃ—রক্ত নীরক্ত।

নিম্ন লিখিত শব্দগুলিতে সন্ধি হইয়া কি কি পদ হইবে স্থির কর।

মনঃ	—	গত	নিঃ	—	রব
দুঃ	—	গ	বাক্	—	বাহুল্য
দুঃ	—	ছেদ্য	পুনঃ	—	চ
পুরঃ	—	হিত	নিঃ	—	চিত
বস্তু	—	বিদ্যা	দুঃ	—	নাম
নিঃ	—	অন্তর	পুনঃ	—	বসু
মনঃ	—	তাপ	দুঃ	—	আচার
পুনঃ	—	উক্তি	দুঃ	—	ভাগ্য
গৃহ	—	ছিদ্র	অধঃ	—	মুখ
পুরঃ	—	চরণ	অন্তঃ	—	আত্মা
অধঃ	—	তন	বায়ু	—	আদি

দুঃ	—	দশা	জগৎ	—	নাথ
দুঃ	—	মূল্য	মহৎ	—	খণ্ড
জ্যোতিঃ	—	চক্র	নিঃ	—	বোধ
দুঃ	—	ঘটনা	এহি	—	এহি
দুঃ	—	জয়	পুনঃ	—	ভূ
মনঃ	—	হর	দুঃ	—	অবস্থা
হরি	—	অরি	দুঃ	—	বাক্য
বয়ঃ	—	বৃদ্ধি	শিরঃ	—	মণি
বারি	—	অভাব	সরঃ	—	বর

ণত্ব বিধান।

৬২। ঋ ৠ র্ ষ্ এই চারি বর্ণের পরস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হয়।

যথা, তৃণ, আকীর্ণ, কৃষ্ণ।

৬৩। স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, এবং য র ল ব হ মধ্যস্থানে ব্যবধান থাকিলেও ন ণ হয়।

যথা, গ্রহণ, কৃপণ, রোগিণী, তরুণ।

৬৪। এতদ্ভিন্ন বর্ণ ব্যবধান থাকিলে ন ণ হয় না।

যথা, অর্চ্চনা, বনর্জ্জ, ক্রীড়ন, মূর্চ্ছনা, ইত্যাদি।

৬৫। পদের অন্তে স্থিত ন্ ণ্ হয় না।

যথা, করেন্, মারেন্, পারেন্, ইত্যাদি।

ষত্ব বিধান।

৬৬। অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ, ক্ ও র্ এই সকল বর্ণের পরস্থিত পদ মধ্যবর্ত্তী স প্রায়ই ষ হয়।

যথা, জিগীষা, উপচিকীর্ষা, অনুষ্ঠান, বুভুক্ষা, শ্রীপদেষু।

৬৭। পদের অন্তেস্থিত স্ ষ্ হয় না।

যথা, করিস্, ধরিস্, দেখিস্ ইত্যাদি।

নিম্ন লিখিত শব্দগুলিতে যদি কোন অশুদ্ধ থাকে তাহা সংশোধন কর।

পরিধাণ, অনুক্ষণ, প্রতিষ্ঠা, সংষ্কার, পরিষ্কার, নিরূপন, সুসুপ্তি, উত্থাণ, অধিকরন, ভীষ্ম, নিরঞ্জন, দুষ্কর, আঘ্রান, গ্রহন, শ্রবন. শোসন, গরীয়ান, নিসন্ন. নিসেধ, উৎসন্ন, নিস্তার, বিশিস্ত, প্রত্যর্পন, প্রতিসেধ, বক্ষশ্ছেদ।

বিভক্তি।

প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী, এই সাত বিভক্তি; শব্দের উত্তর এই সাত বিভক্তি হয়। এক এক বিভক্তির দুই দুই বচন; এক-

বচন ও বহুবচন। এক বচনে একটী বস্তু বুঝায়, বহু বচনে দুই অবধি পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাই বুঝায়।

বিভক্তির আকৃতি।

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	রা,	এরা
দ্বিতীয়া	কে	দিগকে
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্ত্তৃক, করণক	দের দ্বারা ইত্যাদি
চতুর্থী	কে	দিগকে
পঞ্চমী	হইতে,	দের হইতে ইত্যাদি
ষষ্ঠী	এর, র;	দিগের, দের
সপ্তমী	এ, তে, এতে, য়;	দিগে, দিগেতে

বালক শব্দ।

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	বালক	বালকেরা
দ্বিতীয়া	বালককে	বালকদিগকে
তৃতীয়া	বালকদ্বারা	বালকদের দ্বারা
চতুর্থী	বালককে	বালকদিগকে
পঞ্চমী	বালক হইতে	বালকদের হইতে

ষষ্ঠী	বালকের	বালকদিগের
সপ্তমী	বালকে	বালকদিগে *

নিম্ন লিখিত শব্দগুলির রূপ কর।

গোপাল, তস্কর, মতি, সখি, মুনি, উমা, খুড়া, সখী, শ্রীমতী, সুখদা, নদী, শিশু, বধূ, প্রভু, পিতৃ, মাতৃ, গুণগ্রাহিন্, মেধাবিন্, বিদ্যাবৎ, শ্রীমৎ, দিশ্-বাচ্, রাজন্।

বিভক্তিহীন শব্দকে নাম কহে। ঐ নাম বিভক্তি-যুক্ত হইলে তাহাকে পদ বলা যায়। ধাতৃ, গ্রাহিন্, মায়াবিন্, এই সকল শব্দে বিভক্তি যোগ হয় নাই, ইহাদিগকে এই অবস্থায় নাম বলে। ধাতা, গ্রাহী, মায়াবী এই সকল শব্দে বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে, অতএব ইহাদিগকে এক্ষণে নাম না বলিয়া পদ বলে। পদ ছয় প্রকার; বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবিশেষণ।

---

* বঙ্গভাষায় শব্দরূপ করা অতি সহজ এজন্য অন্যান্য শব্দের রূপ করিবার আবশ্যক বোধ হইল না। শিক্ষক মহাশয় ভূরি ভূরি উদাহরণ দ্বারা এবিষয় ছাত্রদিগের অন্তরস্থ করিয়া দিবেন, আর যাহাতে তাহাদের বিভক্তি বোধ হয় এই স্থলেই তাহার চেষ্টা করিবেন।

বিশেষ্য—বিশেষণ।

যাহাতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি বুঝায় তাঁহাকে বিশেষ্য পদ কহে।

যথা, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ফল, পুষ্প, বৃক্ষ, লতা, পাতা, ইত্যাদি।

যাহার দ্বারা বিশেষ্যের দোষ, গুণ অথবা অবস্থা প্রকাশ হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহে।

যথা, পূর্ণ—চন্দ্র, তেজোময়—সূর্য্য, উজ্জ্বল—নক্ষত্র, ফলবান্—বৃক্ষ, নির্ম্মল—জল।

নিম্ন লিখিত বাক্য সমূহে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের নির্ণয় কর।

সুশীল বালক। নির্দ্দয় মনুষ্য। তীক্ষ্ণ অস্ত্র। সুন্দর পক্ষী। অসৎ সংসর্গ। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র। সিংহ কি ভয়ঙ্কর। শ্যাম অতি শান্ত। নেওয়ারদের বক্ষস্থল বিস্তৃত, বাহু স্থূল, চক্ষু ক্ষুদ্র, নাসিকা চাপা, মুখ গোলাকার, এবং সমুদায় অঙ্গ বিলক্ষণ দৃঢ়। রোহিলারা দীর্ঘকায়, সুশ্রী, চতুর ও তেজীয়ান্ কিন্তু অনেকেই মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও যথেচ্ছাচারী। রোহিলাদিগের ভদ্রলোকেরা অনেকেই নিঃসম্বল এবং এরূপ অলস ও অভিমানী যে প্রাণান্তেও কোন প্রকার শ্রমসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না।

কতকগুলি বিশেষ্য শব্দ পুংলিঙ্গ, কতক-গুলি স্ত্রীলিঙ্গ, কতকগুলি ক্লীবলিঙ্গ হয়। বিশেষ্য শব্দের যে লিঙ্গ বিশেষণ শব্দেও সেই লিঙ্গ হয়।

যথা, সুন্দর *—পুরুষ; সুন্দরী—স্ত্রী; সুন্দর—পুষ্প; উজ্জ্বল—শশী; উজ্জ্বল—নক্ষত্র; উজ্জ্বলা—দীপশিখা; বুদ্ধিমান্—পুরুষ; বুদ্ধিমতী—স্ত্রী; নির্ম্মলাবুদ্ধি; নির্ম্মল—জল।

স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়।

১। স্ত্রীলিঙ্গে অকারান্ত শব্দের মধ্যে কতক-গুলি আকারান্ত আর কতকগুলি দীর্ঘ ঈকারান্ত হয়।

যথা, সর্ব্ব—সর্ব্বা, স্থির—স্থিরা, প্রবল—প্রবলা, বৈশ্য—বৈশ্যা, শূদ্র—শূদ্রা, দৃঢ়—দৃঢ়া, বৈষ্ণব—বৈষ্ণবী, নদ—নদী, হংস—হংসী, মৃগ—মৃগী, কুমার—কুমারী, সুন্দর—সুন্দরী।

২। পত্নী অর্থ বুঝাইলে ব্রহ্ম, রুদ্র, ভব, সর্ব্ব, মৃড়, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি শব্দের উত্তর আনী যুক্ত হয়।

---

* কখন কখন স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ পুংলিঙ্গের মত হইয়া যায়। যথা, তাহার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ।

যথা, ব্রহ্ম—ব্রহ্মাণী, রুদ্র—রুদ্রাণী, ভব—ভবাণী, সর্ব্ব—সর্ব্বাণী, মৃড়—মৃড়ানী, ইন্দ্র—ইন্দ্রাণী, বরুণ—বরুণানী।

৩। যে সকল শব্দের শেষে মৎ অথবা বৎ থাকে তাহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার হয়। (১) যথা,

শব্দ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
শ্রীমৎ	শ্রীমান্	শ্রীমতী
বুদ্ধিমৎ	বুদ্ধিমান্	বুদ্ধিমতী
রূপবৎ	রূপবান্	রূপবতী
গুণবৎ	গুণবান্	গুণবতী

৪। যে সকল শব্দের অন্তে ইন্ থাকে তাহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার হয়। (২) যথা,

শব্দ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মানিন্	মানী	মানিনী
সুখদায়িন্	সুখদায়ী	সুখদায়িনী
মনোহারিন্	মনোহারী	মনোহারিণী

(১) পুংলিঙ্গে মতের স্থানে মান্ ও বতের স্থানে বান্ হয়।

(২) পুংলিঙ্গে ইনের স্থানে ঈ হয়।

মায়াবিন্	মায়াবী	মায়াবিনী
তেজস্বিন্	তেজস্বী	তেজস্বিনী

৫। যে সকল শব্দের শেষে ঋকার থাকে তাহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার হয়। (১) যথা,

কর্তৃ	কর্তা	কর্ত্রী
দাতৃ	দাতা	দাত্রী
বিধাতৃ	বিধাতা	বিধাত্রী

৬। যে সকল শব্দের অন্তে উকার থাকে স্ত্রীলিঙ্গে তাহাদের উত্তর বিকল্পে ঈ হয়।

যথা, মৃদু—মৃদ্বী, মৃদু; সাধু—সাধ্বী, সাধু; গুরু—গুর্ব্বী, গুরু, লঘু—লঘ্বী, লঘু।

৭। ঈয়স্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্তে স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। (২) যথা,

শব্দ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
লঘীয়স্	লঘীয়ান্	লঘীয়সী
গরীয়স্	গরীয়ান্	গরীয়সী
বর্ষীয়স্	বর্ষীয়ান্	বর্ষীয়সী

---

(১) পুংলিঙ্গে ঋকার স্থানে আকার হয়।

(২) পুংলিঙ্গে ঈয়সের স্থানে ঈয়ান্ হয়।

নিম্ন লিখিত শব্দগুলি কোন্ লিঙ্গ এবং অন্যান্য লিঙ্গে ইহাদের কি প্রকার আকার হইবে?

শঙ্করী, প্রেয়সী, বিস্মৃত, মনস্বী, বিহারিণী, খেচরী, শোভিকা, একাদশ, নায়ক, সাধীয়সী, শ্রেয়সী, মহীয়ান, ভোক্ত্রী, ষোড়শ, শ্রেষ্ঠ, বহ্বী, পটু, মাদৃশী, বক্তা, অধিকারিণী, পাচক, নিশাচর, মায়াবিনী, সুমুখ।

পুরুষ।

পুরুষ তিন প্রকার; উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ। অস্মদ্ শব্দে উত্তম পুরুষ বুঝায়। যুষ্মদ্ শব্দে মধ্যম পুরুষ বুঝায়। এতদ্ভিন্ন সমুদায় শব্দে প্রথম পুরুষ বুঝায়।

কারক।

কারক ছয় প্রকার; কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান; অপাদান, ও অধিকরণ।

কর্ত্তা।

যে করে সেই কর্ত্তা। কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়।

যথা, রাম করেন, শ্যাম ধরেন, হরি যাইতেছে, শিশু পড়িতেছে।

যখন ক্রিয়াপদাদি কিছুই থাকে না, কেবল বস্তু বা ব্যক্তি বোধার্থ কোন শব্দ ব্যবহৃত, তখন তাহাতে প্রথমা বিভক্তি হয়।

যথা, বালক, ভ্রাতা, পক্ষী, প্রস্তর।

কখন কখন কর্ত্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

যথা, রামদ্বারা জল পীত হইল; জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

কর্ম্ম

যাহা করা যায়, যাহা দেখা যায়, যাহা পাওয়া যায়, যাহা পান করা যায়, দান করা যায়, স্পর্শ করা যায়, ইহাদিগকে কর্ম্মকারক বলে। কর্ম্ম কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

যথা, তাহাকে বিশ্বাস করিও না; নবীনকে দেখিল, অভয়কে ধরিল।

কখন কখন কর্ম্মপদে প্রথমা বিভক্তি হয়।

যথা, অন্ন খাইল, জল পান কর, ধন দিল, গাত্র স্পর্শ করিল, গাছ কাটে, রাম আহত হইল, শ্যাম দুষ্ট হইল।

করণ।

যাহার দ্বারা কার্য্যনিষ্পন্ন হয় তাহাকে করণ কহে। করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

যথা, হাতদিয়া ধরিতেছে, অস্ত্র দ্বারা কাটিতেছে, চক্ষু দ্বারা দেখিতেছে।

সম্প্রদান।

যাহাকে কোন বস্তু দান করা যায়, অথবা যাহার প্রতি দানের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়, তাহাকে সম্প্রদান কহে। সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়।

যথা, দরিদ্রকে ধন দেও, গোপালকে পুস্তক দেও, অন্ধকে বস্ত্র দিব।

অপাদান।

যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি পতিত, গৃহীত, ভীত, বা উৎপন্ন হয় তাহাকে অপাদান কহে। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

যথা, বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে, নদী হইতে জল লইতেছে, দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়।

অধিকরণ।

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কহে। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

যথা, ধনে সুখ নাই, আসনে উপবেশন কর, শয্যায় শুই, ঘরে থাকি।

সম্বন্ধ।

যাহাতে অধিকার বুঝায় তাহাকে সম্বন্ধ (১) কহে। সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

যথা, রাজার ধন, শ্যামের বাঁশী, গাছের ফল, নদীর জল।

সম্বোধন।

আহ্বান করাকে সম্বোধন (১) কহে। সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়।

যথা, হে বালক! সখে! প্রভো!

নিম্ন প্রদর্শিত উদাহরণ গুলির প্রত্যেক বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের অন্বয় কর?

অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ কর (২) ধার্ম্মিক লোক ধনে প্রলোভিত হয় না। আলস্য দুঃখের জনক। পরিশ্রমে দেহ সবল হয়। দীন জনে অন্ন দেও। বসন্তকালে তরুগণ পল্লবিত হয়। নদী হইতে জল লই-

---

(১) ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয় না বলিয়া সম্বন্ধ ও সম্বোধনকে কারক কহে না।

(২) "অসৎ" বিশেষণ পদ, পুংলিঙ্গ, ইহার বিশেষ্য "সংসর্গ"। সংসর্গ, বিশেষ্য পদ, পুংলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, কর্ম্মকারক, প্রথমা বিভক্তির একবচন।

তেছে। উষ্ণজলেও অনল নির্ব্বাণ করে। পণ্ডিত সত্রুও ভাল মূর্খমিত্রও কিছু নয়। জলের বিম্ব আর যৌবনের প্রভাব উভয়ই তুল্য।

সর্ব্বনাম শব্দ।

বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাম শব্দ ব্যবহৃত হয়।

যথা, গোপাল অতি সুবোধ বালক, তিনি (১) (অর্থাৎ গোপাল) কাহার সহিত বিবাদ করেন না।

অস্মদ্, যুস্মদ্, তদ, যদ্, এতদ্, ইদম্, অদস্, কিম্, ইত্যাদি শব্দ সর্ব্বনাম।

সর্ব্ব নামের রূপ।

শব্দ	বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
অস্মদ্ ...	১ মা ...	আমি ...	আমরা
,, ...	২ য়া ...	আমাকে ...	আমাদিগকে
যুস্মদ্ ...	১ মা ...	তুমি আপনি	তোমরা আপনারা
তদ্ ...	১ মা ...	তিনি, সে; ...	তাহারা
যদ্ ...	১ মা ...	যিনি, যে; ...	যাহারা”

---

(১) যে সকল শব্দের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাম শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহার যে লিঙ্গ ও যে বচন, সর্ব্বনামেরও সেই লিঙ্গ ও সেই বচন।

এতদ্	...	১ মা ইনি, ইহা, এ;	...	ইহারা"
ইদম্	...	১ মা ইনি, ইহা, এ;	...	ইহারা"
অদস্	...	১ মা উনি, উহা, ও,	...	উহারা"
কিম্	...	১ মা ... কে ...	...	কাহারা"

নিম্ন লিখিত বাক্যসমূহে সর্ব্বনাম
শব্দ কোন্ গুলি ?

নবীন কোথায়, তিনি (১) আসিতেছেন না? গোপাল, তুমি আমার কাছে বৈস। আমি তাহাকে দেখিলাম। তদ্দ্বারা ইহার এত ক্লেশ। ইনি কে? যিনি গেলেন তিনি কি তোমার ভ্রাতা? ইহা হইতে উহা ভাল।

নিম্ন লিখিত উদাহরণ গুলিতে সর্ব্বনাম
শব্দ ব্যবহার কর।

গোপাল গোপালের কলম হারাইয়াছে। হরি হরির পিতার কথা শুনে না। রাম রামের ভ্রাতাকে রামের পুস্তক দিয়াছে। বিহারী বড় মন্দবালক. বিহারী কাহার কথা শুনে না, বিহারী সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায়, এজন্য বিহারীর পিতা বিহারীকে

---

(১) এই সকল সর্ব্বনামের এইরূপে অন্বয় করিয়া লওয়া বিধেয়. যথা—তিনি সর্ব্বনাম শব্দ, নবীন শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত, পুংলিঙ্গ প্রথম পুরুষ, কর্ত্তাকারক, প্রথমা বিভক্তির একবচন।

তিরস্কার করেন, বিহারীর মাতা বিহারীকে ভাল বাসেন না এবং বিহারীর বন্ধুরা বিহারীকে লইয়া খেলা করে না।

অব্যয় শব্দ।

যে সকল শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলে তাহার লোপ হয়, সুতরাং সকল বিভক্তিতেই যাহাদের এক প্রকার আকার থাকে তাহাদিগকে অব্যয় শব্দ বলা যায়। অব্যয় শব্দের অন্ত্য র্ ও স্ স্থানে বিসর্গ হয়।

নিম্ন লিখিত শব্দগুলি অব্যয়।

এবং, আর, ও, অপি, কিন্তু, অধিকন্তু, বরং, বা, কিংবা, অথবা, নতুবা, নচেৎ, ফলতঃ, অন্তত, কারণ, কেননা, না, বটে, হাঁ, হায়! সুতরাং, যুগপৎ, প্রাতর্, অন্তর্, পুনর্, পুরস্, পশ্চাৎ, ধিক্, মুহুস্, ভূয়স্, পৃথক্, সহ, স্বয়ং, প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ। ক্রিয়ার সহিত যোগ হইলে প্র অবধি কুড়িটি অব্যয়কে উপসর্গ বলে।

ক্রিয়া।

যাহার অর্থ করা বা হওয়া তাহাকে ক্রিয়া কহে। যথা, আমি করি, তুমি দেখ, তিনি হন।

ক্রিয়া দুই প্রকার; সমাপিকা ও অসমাপিকা। যে ক্রিয়া বাক্যের অর্থ সমাপ্ত করে তাহার নাম সমাপিকা ক্রিয়া। যে ক্রিয়া বাক্যের অর্থ সমাপ্ত করিতে পারে না, অন্য সমাপিকা ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা করে তাহার নাম অসমাপিকা ক্রিয়া।

যথা, নবীন ভোজন করিয়া শুইলেন। (এখানে "ভোজন্ করিয়া" অসমাপিকা, আর "শুইলেন" সমাপিকা ক্রিয়া।)

উক্ত সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি ক্রিয়া সকর্ম্মক আর কতকগুলি অকর্ম্মক। যে যে ক্রিয়ার কর্ম্ম থাকে তাহার নাম সকর্ম্মক অর্থাৎ কর্ম্মযুক্ত ক্রিয়া।

যথা, আমি তাহাকে দেখিলাম, নবীন মাধবকে ধরিল।

সকর্ম্মক ক্রিয়ার মধ্যে যাহার দুইটি কর্ম্ম থাকে, তাহাকে দ্বিকর্ম্মক অর্থাৎ দুইটি কর্ম্মযুক্ত ক্রিয়া কহে।

যথা, রামকে ইহা বলিলাম, আমাকে ইহা শিখাইয়া দাও।

যে ক্রিয়ার কর্ম্ম না থাকে তাহাকে অকর্ম্মক অর্থাৎ কর্ম্ম শূন্য ক্রিয়া কহে।

যথা, আমি থাকি, তুমি বৈস, তিনি শুইলেন।

কর্ত্তায় যে পুরুষ ও যে বচন থাকে, তাহার ক্রিয়াতেও সেই পুরুষ সেই বচন হয়। যথা—

উত্তম পুরুষ	...	আমি দেখি,	আমরা দেখি
মধ্যম পুরুষ	...	তুমি দেখ,	তোমরা দেখ
প্রথম পুরুষ	...	তিনি দেখেন,	তাঁহারা দেখেন (১)

কখন কখন কর্ম্মে যে পুরুষ ও যে বচন থাকে ক্রিয়াতেও সেই পুরুষ ও সেই বচন হয়। যথা—

উঃ পুঃ আমি দৃষ্ট হইলাম, আমরা দৃষ্ট হইলাম।
মঃ পুঃ তুমি দৃষ্ট হইলে, তোমরা দৃষ্ট হইলে।
প্রঃ পুঃ তিনি দৃষ্ট হইলেন, তাঁহারা দৃষ্ট হইলেন (২)

ক্রিয়া তিন কালে হয়; বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। যে কাল উপস্থিত তাহাকে বর্ত্তমান কহে।

যথা, আমি করি, তুমি কর, তিনি করেন।

---

(১) এইরূপ প্রয়োগকে কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগ বলে।

(২) এইরূপ প্রয়োগকে কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ বলে।

যে কাল গত হইয়াছে তাহাকে অতীত কাল কহে।

যথা, আমি করিলাম, তুমি করিলে, তিনি করিলেন।

যে কাল আসিবে তাহাকে ভবিষ্যৎ কাল কহে।

যথা, আমি করিব, তুমি করিবে, তিনি করিবেন।

ধাতু রূপ।

করি ধাতু। বর্ত্তমান কাল।

পুরুষ	একবচন বা বহুবচন	
উঃ পুঃ ...	আমি বা আমরা ...	করি, করিতেছি।
মঃ পুঃ ...	তুমি বা তোমারা ...	কর, করিতেছ।
প্রঃ পুঃ ...	তিনি বা তাঁহারা ...	করেন, করিতেছেন।

অতীত কাল।

উঃ পুঃ	আমি করিলাম, করিতাম, করিয়াছি, করিয়াছিলাম।
মঃ পুঃ	তুমি করিলে, করিতে, করিয়াছ, করিয়াছিলে।
প্রঃ পুঃ	তিনি করিলেন, করিতেন, করিয়াছেন, করিয়াছিলেন।

ভবিষ্যৎ কাল।

উঃ পুঃ ... আমি বা আমরা ... ... করিব।
মঃ পুঃ ... তুমি বা তোমরা ... ... করিবে।
প্রঃ পুঃ ... তিনি বা তাঁহারা ... ... করিবেন।

নিম্ন লিখিত ধাতু গুলির রূপ কর।

দেখি, লিখি, কহি, বলি, খাও, লও, হেরি, পরি, আসি, বসি, দেও, শোও, দেখাই, অবলম্বন করি।

নিম্ন লিখিত ক্রিয়াপদ গুলির অন্বয় কর।

আমি তাহাকে দেখিলাম, (১)। তুমি তাহাকে বিশ্বাস করিলে; তিনি ভাল লোক নহেন। শুনিলাম তুমি নাকি হরিকে গালি দিয়াছ? কল্য তোমার কথা শুনিয়া যেমন আনন্দিত হইয়াছিলাম অদ্য তেমনি অসন্তুষ্ট হইলাম। যাও, আর আমি তোমাকে ছুরি দিব না। হরি! তোমার কি পাঠশালায় যাওয়া হইবে? হাঁ হইবে। বেণী ঘুমাইয়াছে। সে রহিল। তুমি তাহাকে ইহা কহিয়াছ। আমি তোমাকে উহা বলিয়া দিব। যে সর্ব্বদা মন্দ কর্ম্ম করে তাহাকে দুশ্চরিত্র বলে। যে বালক দুশ্চরিত্র হয় কেহ তাহাকে ভাল বাসে না।

---

(১) "দেখিলাম"—সকর্ম্মক, সমাপিকা ক্রিয়া, অতীত কাল, উত্তম পুরুষের একবচন, ইহার কর্ত্তা "আমি" এবং কর্ম্ম "তাহাকে"।

ক্রিয়াবিশেষণ।

যাহার দ্বারা ক্রিয়ার গুণ বা অবস্থা প্রকাশ হয়, তাহাকে ক্রিয়াবিশেষণ কহে। ক্রিয়া-বিশেষণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। কতক গুলি ক্রিয়াবিশেষণের শেষে, রূপে, পূর্ব্বক, পুরঃসর ইত্যাদি শব্দ থাকে।

যথা, স্থিরচিত্তে দেখ, উত্তমরূপে লেখ, মনোযোগ-পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছে, বিনয় পুরঃসর কহিতেছে।

নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তির প্রত্যেক পদের অন্বয় কর।

নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় কহে। নাসিকা দ্বারা গন্ধ ঘ্রাণ করা যায়। নাসিকা না থাকিলে কি ভাল কি মন্দ, কোন গন্ধ ঘ্রাণ করিতে পারিতাম না। নাসা-রন্ধ্রের অভ্যন্তরে কতক গুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সঞ্চা-রিত আছে; তাহা দ্বারাই পুষ্পের ও অন্য অন্য দ্রব্যের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। যে সকল গন্ধের আঘ্রাণে মনে প্রীতি জন্মে, তাহাকে সুগন্ধ ও সৌরভ কহে। আর যে গন্ধের আঘ্রাণে অসুখ ও ঘৃণা বোধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ কহে। চন্দন ও পুষ্পের গন্ধ সুগন্ধ। কোন বস্তু পচিলে যে গন্ধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে।

তদ্ধিত।

১। শব্দের উত্তর ভাবার্থে ত্ব এবং তা প্রত্যয় হয়। ত্ব প্রত্যয়ান্ত পদ ক্লীবলিঙ্গ আর তা প্রত্যয়ান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

যথা, ভদ্রত্ব, ভদ্রতা, গুরুত্ব, গুরুতা, প্রভুত্ব, প্রভুতা।

২। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর ত্ব এবং তা প্রত্যয় করিলে তাহা প্রায় পুংলিঙ্গের মত হইয়া যায়।

যথা, সুন্দরী—ত্ব সুন্দরত্ব; সাধ্বী—তা সাধুতা; ক্ষুদ্রা—তা ক্ষুদ্রতা।

৩। চূড়া, শ্যাম, পিঙ্গ, বৎস, বাচা, বহু ও শ্রী প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে এই অর্থে ল প্রত্যয় হয়।

যথা, চূড়াল, শ্যামল, পিঙ্গল, বৎসল, বাচাল, বহুল, শ্রীল।

৪। নিদ্রা, শ্রদ্ধা, দয়া, ও কৃপা প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে অর্থে আলু প্রত্যয় হয়।

যথা, নিদ্রালু, শ্রদ্ধালু, দয়ালু, কৃপালু।

৫। রোম, লোম, কপি ও কর্ক প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে অর্থে শ প্রত্যয় হয়।

যথা, রোমশ, লোমশ, কপিশ, কর্কশ।

৬। আছে অর্থে শব্দের উত্তর মৎ প্রত্যয় হয়।

যথা, শ্রী—মৎ শ্রীমান্; যাহার শ্রী আছে। ভক্তি—মৎ ভক্তিমান্; অংশু—মৎ অংশুমান্।

৭। যাহার অন্তে বা উপান্তে অ আ কিংবা ম থাকে তাহার উত্তর আছে অর্থে, বৎ হয়। (মৎ হয় না)।

যথা, গুণ—বৎ গুণবান্; ফল—বৎ ফলবান্; বিদ্যা—বৎ বিদ্যাবান্; তেজস্—বৎ তেজস্বান্; ভাস্—বৎ ভাস্বান্; কিম্—বৎ কিম্বান্; লক্ষ্মী—বৎ লক্ষ্মীবান্।

৮। আছে অর্থে মেধা মায়া ও অস্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর কখন বিন্ কখন বৎ হয়।

যথা, মেধাবিন্—মেধাবী; মেধাবৎ—মেধাবান্; মায়া—বিন্ মায়াবী; মায়া—বৎ মায়াবান্; তপস্—বিন্ তপস্বী; তপস্—বৎ তপস্বান্; যশস্—বিন্ যশস্বী; যশস্—বৎ যশস্বান্।

৯। একের অধিক স্বর বিশিষ্ট শব্দের শেষে যদি অ কিংবা আ থাকে তাহা হইলে তাহার উত্তর আছে অর্থে কখন ইন্ কখন বৎ হয়।

যথা, জ্ঞান—ইন্ জ্ঞানী; (১) জ্ঞান—বৎ জ্ঞান-

---

(১) তদ্ধিতের স্বর পরে থাকিলে শব্দের অন্ত্য অ, আ, ই, ঈ, এবং নকারের লোপ হয়।

বান্; শিখা—ইন্ শিখী; শিখা—বৎ শিখাবান্।

১০। আছে অর্থে ফল, মল ও বর্হি শব্দের উত্তর ইন্ প্রত্যয় হয়।

যথা, ফলিন্, মলিন্, বর্হিন্।

১১। ফেণা, পিচ্ছ, জটা ও পঙ্ক শব্দের উত্তর আছে অর্থে ইল প্রত্যয় হয়।

যথা, ফেণিল, পিচ্ছিল, জটিল, পঙ্কিল।

১২। জাত অর্থে শব্দের উত্তর ইত প্রত্যয় হয়।

যথা, ফলিত, পুষ্পিত, কুসুমিত, পল্লবিত, দুঃখিত।

১৩। পিতা অর্থে পিতৃ ও মাতৃ শব্দের উত্তর ডামহ প্রত্যয় হয়, আমহ থাকে।

যথা, পিতৃ—ডামহ পিতামহ; (১) প্রপিতৃ—ডামহ প্রপিতামহ; মাতৃ—ডামহ মাতামহ।

১৪। [illegible] উত্তর, দুয়ের মধ্যে একের আধিক্য বুঝাইতে তর, আর অনেকের মধ্যে একের আধিক্য বুঝাইতে তম প্রত্যয় হয়।

---

(১) ডইৎ প্রত্যয় পরে শব্দের অন্ত্য স্বর ও তৎপরস্থিত বর্ণ সকলের লোপ হয়।

যথা, ক্ষুদ্র—তর ক্ষুদ্রতর; ক্ষুদ্রা—তর ক্ষুদ্রতর; ক্ষুদ্র—তম ক্ষুদ্রতম; এইরূপ শুভ্রতর (১) শুভ্রতম; লঘুতর, লঘুতম, ইত্যাদি।

সূত্র নির্দ্দেশপূর্ব্বক নিম্ন লিখিত পদগুলি সিদ্ধ কর।

ধীমান্, বলী, তন্দ্রালু, বৎসল, ভাস্বান্, মনস্বী, শৃঙ্গী, রথী, প্রজ্ঞাবান্, হৃদয়ালু, অঙ্কুরিত, শরীরী, মুকুলিত, বৃহত্তম, নীচত্ব, প্রমাতামহ, গুরুতর, শ্রেষ্ঠতম, মহত্ত্ব, সুখিত, দেহী, ধূমল, মূর্চ্ছাল, দীর্ঘতা, মতিমান্, তপস্বিনী।

কৃদন্ত প্রত্যয়।

১। তৃ, ণক, ণিন্ ইত্যাদি প্রত্যয়ের নাম কৃৎ। কৃৎপ্রত্যয় ধাতুর উত্তর হয়। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পদকে কৃদন্ত পদ বলে।

২। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে (২) তৃ প্রত্যয় হয়।

---

(১) স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর তর বা তম প্রত্যয় করিলে তাহা পুংলিঙ্গের মত হইয়া যায়।

(২) কর্ত্তৃবাচ্য প্রত্যয়ে যে পদ হয় তাহা কর্ত্তার বিশেষণ। কর্ম্মবাচ্য প্রত্যয়ে যে পদ হয় তাহা কর্ম্মের বিশেষণ। ভাববাচ্য প্রত্যয়ে যে পদ হয় তাহা বিশেষ্য।

যথা, দা—তৃ দাতা, যে দান করে; বি—ধা—তৃ বিধাতা, যে বিধান করে; শাস্—তৃ শাস্তা, যে শাসন করে।

৩। যাহার ক্ ঙ্ ইৎ না যায় এমন প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর অন্তিম ইকারাদি স্বর এবং উপান্তিম হ্রস্ব স্বরের গুণ হয় (১)।

যথা, জি—তৃ জেতা, ক্রী—তৃ ক্রেতা, হু—তৃ হোতা, কৃ—তৃ কর্ত্তা, ছিদ্—তৃ ছেত্তা, শুচ্—তৃ শোক্তা, (২) ভুজ—তৃ ভোক্তা, দৃশ্—তৃ দ্রষ্টা, (৩) সৃজ্—তৃ স্রষ্টা।

৪। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ণক ও ণিন্ প্রত্যয় হয়। ণ ইৎ যায় অক ও ইন্ থাকে।

যথা, দৃশ্—ণক দর্শক, দৃশ্—ণিন্ দর্শী, উৎ—দীপ—ণক উদ্দীপক, ভিদ্—ণিন্ ভেদী।

৫। যাহার ঞ এবং ণ ইৎ যায় এমন প্রত্যয়

---

(১) গুণ—ই অথবা ঈ গুণে এ উ অথবা ঊ গুণে ও, ঋ অথবা ৠ গুণে অর্ হয়।

(২) কৃৎ প্রত্যয়ের ত পরে থাকিলে ধাতুর অন্তে স্থিত চ্ ও জ স্থানে ক হয়।

(৩) তৃ প্রত্যয় পরে দৃশ্ ও সৃজ ধাতুর ঋ স্থানে র এবং শ ও জ্ স্থানে ষ হয়।

পরে থাকিলে ধাতুর অন্তিম ইকারাদি স্বর এবং উপান্তিম অকারের বৃদ্ধি হয় (১)।

যথা, নশ—ণক নাশক, শি—ণক শায়ক, দ্রু—ণক দ্রাবক, কৃ—ণক কারক শি—ণিন্ শায়ী, ভূ—ণিন্—ভাবী, ধৃ—ণিন্ ধারী।

৬। ঞ্ এবং ণ্ ইৎ যায় এমন প্রত্যয় পরে থাকিলে আকারান্ত ধাতুর আকারের পর য় হয়।

যথা, দা—ণক দায়ক, বি—ধা—ণক বিধায়ক, স্থা—ণিন্ স্থায়ী।

৭। প্রী ধাতু এবং উপান্ত স্বর যুক্ত ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক হয় অ থাকে।

যথা, প্রী—ক প্রিয় (২), প্র—দীপ্—ক প্রদীপ, মহী—রুহ—ক মহীরুহ, সরঃ—রুহ—ক সরোরুহ।

৮। কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ম্মপদ যুক্ত কৃ ধাতুর উত্তর ষণ্ হয়, আর প্রয়োগানুসারে কৃ ও স্থ ধাতুর উত্তর ট হয়। ষণ্ ও ট উভয়েরই অ থাকে।

যথা, গ্রন্থ—কৃ—ষণ্=গ্রন্থকার, চাটু—কৃ—ষণ্=চাটুকার, কুম্ভ—কৃ—ষণ=কুম্ভকার, যশস্—কৃ—

(১) বৃদ্ধি—অ—এর বৃদ্ধি আ, ই ঈ অথবা এ—এর বৃদ্ধি ঐ, উ ঊ অথবা ও—এর বৃদ্ধি ঔ এবং ঋ অথবা ৠ—এর বৃদ্ধি আর হয়।

(২) ক প্রত্যয় পরে প্রী ধাতুর ঈ স্থানে ইয় হয়।

ট = যশস্কর, ভাস্—কৃ—ট = ভাস্কর, অগ্র—সৃ—ট = অগ্রসর।

৯। উপপদ পূর্ব্বক আকারান্ত ধাতু এবং হন্, জন্, গম্, ও শী প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ড হয় অ থাকে।

যথা, জল—দা—ড = জলদ (১), বি—আ—ঘ্রা—ড = ব্যাঘ্র, তমঃ—অপ—হন্—ড = তমোপহ, পঙ্ক—জন্—ড = পঙ্কজ, ন—গম্—ড = নগ, গিরি—শী—ড = গিরিশ।

১০। কুক্ষি, আত্ম ও উদর পূর্ব্বক ভৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে খি হয় ই থাকে।

যথা, কুক্ষি—ভৃ—খি = কুক্ষিম্ভরি (২), আত্ম—ভৃ—খি = আত্মম্ভরি, উদর—ভৃ—খি = উদরম্ভরি।

১১। মন্ ধাতু, বিধু ও অরুস্ শব্দ পূর্ব্বক তুদ্ ধাতু এবং অসূর্য্য শব্দপূর্ব্বক দৃশ্ ধাতু ইহাদের উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে খশ্ (৩) হয় অ থাকে।

---

(১) ড ইৎ যায় এমন প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্ত্য স্বর ও তৎপরস্থিত বর্ণ সকলের লোপ হয়।

(২) খ ইৎ প্রত্যয়ান্ত ধাতু পরে অব্যয় ভিন্ন স্বর বর্ণান্ত শব্দ ও অরুস্ শব্দের পর ম্ হয়।

(৩) খ ইৎ যায় এমন প্রত্যয় অরুস্ উরস্ অরা ও বিহায়স শব্দ

যথা, কৃতার্থ—মন্—খ=কৃতার্থম্মন্য, বিধু—তুদ্—খশ্=বিধুন্তুদ, অরুস্—তুদ্—খশ্=অরুন্তুদ, অসূর্য্য—দৃশ—খশ্=অসূর্য্যম্পশ্য।

১২। প্রিয় ও বশ পূর্ব্বক বদ্ ধাতু এবং প্রিয়, শুভ, ভয় ও ক্ষেম পূর্ব্বক কৃ ধাতু ইহাদের উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে খ হয় অ থাকে।

যথা, প্রিয়—বদ্—খ=প্রিয়ম্বদ, বশ—বদ্—খ=বশম্বদ, প্রিয়—কৃ—খ=প্রিয়ঙ্কর, শুভ—কৃ—খ=শুভঙ্কর, ভয়—কৃ—খ=ভয়ঙ্কর, ক্ষেম—কৃ—খ=ক্ষেমঙ্কর।

১৩। উপপদ পূর্ব্বক বৃ ভৃ দৃ ধৃ জি তপ সহ গম প্রভৃতি ধাতুর উত্তরও কর্ত্তৃবাচ্যে খ হয়।

যথা, পতি—বৃ—খ=পতিংবরা, (স্ত্রী), বিশ্ব—ভৃ—খ=বিশ্বম্ভর, পুর—দৃ—খ=পুরন্দর, বসু—ধৃ—খ=বসুন্ধরা (স্ত্রী), ধন—জি—খ=ধনঞ্জয়, শত্রু—তপ্—খ=শত্রুন্তপ, সর্ব্ব—সহ—খ=সর্ব্বংসহা (স্ত্রী) উরস্—গম্—খ=উরঙ্গম, (১) ত্বরা—গম্—খ=তুরঙ্গম, বিহায়স্—গম্—খ=বিহঙ্গম, ভুজ—গম্—খ=ভুজঙ্গম, পত—গম্—খ=পতঙ্গম।

স্থানে যথাক্রমে অরু, উর, তুর ও বিহ আদেশ হয় এবং মন্ ও দৃশ ধাতু স্থানে মন্য ও পশ্য হয়। আর তুদ্ ও লিহ্ ধাতুর গুণ হয় না।

(১) গম ধাতুর উত্তর খ প্রত্যয় করিয়া তিনটি পদ হয়। যথা, উরস্—গম—খ=উরঙ্গম, উরঙ্গ, উরগ, ত্বরা—গম্—খ=তুরঙ্গম, তুরঙ্গ

১৪। ভূ, স্থা, কম্, হন্, লষ্ ও পদ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ঞুক প্রত্যয় হয়, উক থাকে।

যথা, ভূ—ঞুক ভাবুক, স্থা—ঞুক স্থায়ুক, কম্—ঞুক কামুক, হন্—ঞুক ঘাতুক (১), অভি—লষ্—ঞুক= অভিলাষুক, পদ—ঞুক পাদুকা (স্ত্রী);

১৫। হিংস্, দীপ্, অজস্ স্মি ও নম্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে র হয়।

যথা, হিংস্র, দীপ্র, অজস্র, স্মের, নম্র।

১৬। স্থা ঈশ্ ও নশ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে বর প্রত্যয় হয়।

যথা, স্থাবর, ঈশ্বর, নশ্বর।

১৭। সনন্ত ধাতু এবং ভিক্ষ্ ও ইষ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে উ প্রত্যয় হয়।

যথা, জিজ্ঞাস—উ জিজ্ঞাসু, পিপাস—উ পিপাসু, মুমূর্ষ—উ মুমূর্ষু, ভিক্ষ্—উ ভিক্ষু, ইষ্—উ ইচ্ছু (২)

তুরগ, বিহায়স্ -গম্ -খ=বিহঙ্গম, বিহঙ্গ, বিহগ, ভুজ—গম্—খ= ভুজঙ্গম, ভুজঙ্গ, ভুজগ, পত—গম্—খ=পতঙ্গম, পতঙ্গ, পতগ।

১ ঞ ইৎ প্রত্যয় পরে হন স্থানে ঘাৎ হয়।

২ উ পরে ইষ্ স্থানে ইচ্ছ আদেশ হয়।

১৮। স্বয়ম্, শম্, বি ও প্র শব্দের পরস্থিত ভূ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ডু হয় উ থাকে।

যথা, স্বয়ম্—ভূ—ডু=স্বয়ম্ভু, শম্—ভূ—ডু=শম্ভু, বি—ভূ—ডু=বিভু, প্র—ভূ—ডু=প্রভু।

১৯। কতকগুলি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ ও কর্ম্ম-বাচ্যে বর্ত্তমান কালে শান প্রত্যয় হয় আন থাকে।

যথা, ধাব্—শান ধাবমান (১), শুভ্—শান শোভমান, লম্ব্—শান লম্বমান, দীপ্—শান দীপ্যমান, বিদ্—শান বিদ্যমান, দহ্—শান দহ্যমান, গম্—শান গম্যমান, দৃশ্—শান দৃশ্যমান।

২০। অতীত কালে অকর্ম্মক ধাতু ও গম্ প্রভৃতি সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয় এবং তদ্ভিন্ন সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ক্ত হয়, ত থাকে।

যথা, মৃ—ত মৃত, ভূ—ত ভূত, ভজ্—ত ভক্ত, জি—ত জিত, গম্—ত গত, (২) নম্—ক্ত নত, মন্—ক্ত মত, হন্—ক্ত হত, শ্রু—ক্ত শ্রুত, মুচ্—ক্ত মুক্ত।

---

(১) শান প্রত্যয় পরে কর্ত্তৃবাচ্য ধাতুর উত্তর অ এবং কর্ম্মবাচ্য ধাতুর উত্তর অগুণ য হয় আর প্রত্যয়ের স্থানে মান হয়।

(২) ক্ত এবং ক্তি প্রত্যয় পরে কতকগুলি ধাতুর অন্তিম ম্ এবং ন্ এর লোপ হয়।

২১। ক্ত প্রত্যয় করিলে কতকগুলি ধাতুর উত্তর ই হয়।

যথা, চিন্ত—ক্ত চিন্তিত, কথ্—ক্ত কথিত, উৎ—লিখ্—ক্ত=উল্লিখিত।

২২। ক্ত প্রত্যয় করিলে মদ্ ভিন্ন দকারান্ত ধাতুর দ্ স্থানে ন্ হয় এবং প্রত্যয়েরও ত স্থানে ন হয়।

যথা, ছিদ্—ক্ত ছিন্ন, ভিদ্—ক্ত ভিন্ন, প্রসদ্—ক্ত প্রসন্ন, অদ্—ক্ত অন্ন।

২৩। কৄ গৄ দৄ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে তাহার স্থানে ন হয় এবং ধাতুর ঋৃ স্থানে ঈর হয়। কিন্তু ঐ ঋৃ পবর্গের পর হইলে তাহার স্থানে ঊর হয়।

যথা, আ—কৄ—ক্ত=আকীর্ণ, উৎ—গৄ—ক্ত=উদ্গীর্ণ, বি—দৄ—ক্ত=বিদীর্ণ, বি—স্তৄ—ক্ত=বিস্তীর্ণ, পরি—পৄ—ক্ত=পরিপূর্ণ।

২৪। ক্ত এবং ক্তি প্রত্যয় পরে কতকগুলি ধাতুর অন্তিম ম্ স্থানে ন্ এবং উপান্তিম অকার আকার হয়।

যথা, ক্রম্—ক্ত ক্রান্ত, আ—ক্রম্—ক্ত=আক্রান্ত, শ্রম্—ক্ত শ্রান্ত।

২৫। ক্ত এবং ক্তি প্রত্যয় পরে কতকগুলি ধাতুর অন্তিম আকার ইকার হয়।

যথা, "পরি—মা—ক্ত = পরিমিত, উপ—স্থা—ক্ত = উপস্থিত, পরি—ধা—ক্ত = পরিহিত (১)।

২৬। দুহ্, দিহ্, স্নিহ্, ও মুহ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে হ ও ত মিলিয়া গ্ধ হয়। এতদ্ভিন্ন হকারান্ত ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে হ্ ও ত মিলিয়া প্রায়ই ঢ় হয় এবং পূর্ব্ব-স্বর দীর্ঘ হয়।

যথা, দুহ্—ক্ত দুগ্ধ; সম্—দিহ্—ক্ত = সন্দিগ্ধ, স্নিহ—ক্ত স্নিগ্ধ; মুহ্—ক্ত মুগ্ধ, মূঢ়; (২) গহ—ক্ত = গাঢ়।

২৭। ক্ত এবং ক্তি প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্তিম ভ স্থানে ব্ ও ধ্ স্থানে দ্ হয় এবং প্রত্যয়ের ত্ স্থানে ধ্।

যথা, লভ্—ক্ত লব্ধ, বুধ—ক্ত বুদ্ধ।

২৮। ক্ত এবং ক্তি প্রত্যয় পরে কতকগুলি ধাতুর উপান্তিম নকারের লোপ হয়।

---

(১) ধা স্থানে হি আদেশ হয়।

(২) মুহ ধাতুর দুই পদই হয়।

যথা, রঞ্জ্—ক্ত রক্ত, আ—সঞ্জ্—ক্ত=আসক্ত।

২৯। ক্ত প্রত্যয় জাত নকার পরে কতকগুলি ধাতুর উপান্তিম ন কারের লোপ হয়। এবং অন্তিম্ জ্ স্থানে গ্ হয়।

যথা, ভঞ্জ্—ক্ত ভগ্ন, রুজ্—ক্ত রুগ্ন, মস্‌জ—ক্ত=মগ্ন (১)।

৩০। ভবিষ্যৎকালে ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে তব্য ও অনীয় প্রত্যয় হয়।

যথা, কৃ—তব্য কর্ত্তব্য, কৃ—অনীয় করণীয়, রক্ষ্—তব্য রক্ষিতব্য, (২) রক্ষ—অনীয় রক্ষণীয়।

৩১। ভবিষ্যৎকালে ঋকারান্ত ও ব্যঞ্জন বর্ণান্ত ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ঘ্যণ্ প্রত্যয় হয়, য থাকে।

যথা, কৃ—ঘ্যণ্ কার্য্য; গ্রহ—ঘ্যণ্; গ্রাহ্য; বচ্—ঘ্যণ্ বাচ্য, বাক্য (৩) যুজ্—ঘ্যণ্ যোজ্য, যোগ্য।

---

(১) মস্‌জ ধাতুর উপান্তিম সকারের লোপ হয়।

(২) তব্য প্রত্যয় পরেও কতকগুলি ধাতুর উত্তর ই হয়।

(৩) ঘ্যণ পরে বচ্ প্রভৃতি ধাতুর চ স্থানে ক্ ও জ্ স্থানে গ্ হয়।

৩২। লপ্‌ভিন্ন পবর্গান্ত ধাতু, আকারান্ত ধাতু, এবং শক্ সহ্ শম্ গদ্ মদ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে য হয়।

যথা, গম্—য গম্য, লভ্—য লভ্য, পা—য পেয়, (১) শক্—য শক্য, সহ—য সহ্য ইত্যাদি।

৩৩। দৃ ভৃ শাস এবং উপান্ত ঋকার যুক্ত ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ক্যপ হয় য থাকে।

যথা, আ—দৃ—ক্যপ্=আদৃত্য, (২) ভৃ—ক্যপ্ ভৃত্য, শাস্—ক্যপ্ শিষ্য, দৃশ্ ক্যপ দৃশ্য।

৩৪। শী, বিদ্, হন্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে ক্যপ্ হয়। এই ক্যপ্ প্রত্যয়ান্ত পদ আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ।

যথা, শী—ক্যপ্ শয্যা, বিদ্—ক্যপ্ বিদ্যা, হন্—ক্যপ হত্যা।

৩৫। ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে ক্তি প্রত্যয় হয় তি থাকে।

---

(১) য পরে আকারান্ত ধাতুর আকার স্থানে একার হয়।

(২) ক্যপ্ পরে ধাতুর অন্তিম হ্রস্ব স্বরের পর ত হয়, আর শাস স্থানে শিষ ও শী স্থানে শয হয় এবং হন ধাতুর ন স্থানে ত হয়।

যথা, আ—কৃ—ক্তি=আকৃতি, ভজ্—ক্তি ভক্তি, মুচ্—ক্তি মুক্তি, ক্লম্—ক্তি ক্লান্তি, মন্—ক্তি মতি, স্থা—ক্তি স্থিতি, উপ—লভ—ক্তি=উপলব্ধি, বুধ্—ক্তি বুদ্ধি, আ—সঞ্জ—ক্তি=আসক্তি।

৩৬। গ্লা, ম্লা, হা প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয় করিলে তাহার স্থানে নি হয়।

যথা, গ্লা—ক্তি গ্লানি, ম্লা—ক্তি ম্লানি, হা—ক্তি হানি।

৩৭। ভাববাচ্য ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয় অ থাকে।

যথা, উৎ—কৃষ্—ঘঞ=উৎকর্ষ, পচ্—ঘঞ পাক (১) বি—অতি—রিচ্—ঘঞ=ব্যতিরেক, রাজ্—ঘঞ রাগ, রুজ—ঘঞ রোগ।

৩৮। ভাববাচ্য ধাতুর উত্তর অল্ ও অনট্ প্রত্যয় হয়। অলের অ এবং অনটের অন থাকে।

যথা, জি—অল্ জয়, ভী—অল্ ভয়, বুধ্—অল্ বোধ, স্না—অনট্ স্নান, গম্—অনট্ গমন, শী অনট্ শয়ন, আ—রুহ্—অনট্=আরোহণ।

---

(১) ঘইৎ প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্তিম চ্ ও জ স্থানে যথাক্রমে ক্ ও গ্ হয়।

৩৯। স্বপ, যজ, যত, রক্ষ, প্রচ্ছ, ও যাচ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ন হয়।

যথা, স্বপ্—ন স্বপ্ন, যজ্—ন যজ্ঞ, যত্—ন যত্ন, রক্ষ্—ন রক্ষ্ণ, প্রচ্ছ্—ন প্রশ্ন (১), যাচ্—ন যাচ্ঞা।

৪০। উপপদ পূর্ব্বক ধা ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে কি হয় ই থাকে।

যথা, জল—ধা—কি=জলধি (২), জল নি—ধা—কি=জলনিধি, পয়ঃ—ধা—কি=পয়োধি, বারি—ধা—কি=বারিধি।

৪১। শন্স ধাতু ও সনন্ত ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অ হয়। অ প্রত্যয়ান্ত পদ আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

যথা, প্র—শনস্—অ=প্রশংসা, চিকিৎস—অ চিকিৎসা, পিপাস—অ পিপাসা, জিজ্ঞাস—অ জিজ্ঞাসা।

৪২। ভাববাচ্যে চিন্ত, পূজ, কথ, চর্চ্চ, স্পৃহ, পীড়, গুহ, বস, ঘট, ব্যথ, ত্বর, প্রভৃতি ধাতু এবং অন্তর্ শ্রদ্ ও উপসর্গপূর্ব্বক আকারান্ত

---

(১) ন পরে প্রচ্ছ ধাতুর চ্ছ স্থানে শ্ হয়।

(২) কি পরে ধা ধাতুর আকারের লোপ হয়।

ধাতু ইহাদের উত্তর ঙ প্রত্যয় হয় অ থাকে। ঙ প্রত্যয়ান্ত পদ আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

যথা, চিন্ত—ঙ চিন্তা, পূজ—ঙ পূজা, কথ—ঙ কথা, চর্চ্চ—ঙ চর্চ্চা, স্পৃহ—ঙ স্পৃহা, অন্তর্—ধা—ঙ = অন্তর্ধা, শ্রদ্—ধা—ঙ = শ্রদ্ধা, সং—জ্ঞা—ঙ = সংজ্ঞা, আ—জ্ঞা—ঙ = আজ্ঞা, আ—ভা—ঙ = আভা, আ—স্থা—ঙ = আস্থা।

৪৩। ণ্যন্তধাতু এবং বিদ্, বন্দ্, রচ্, ভজ্, যন্ত্র, মন্ত্র, শ্রু প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অন হয়। অন প্রত্যয়ান্ত পদ আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

যথা, কারি—অন = কারণা (১) সম্—ভাবি—অন = সম্ভাবনা, বিদ্—অন বেদনা, বন্দ্—অন বন্দনা, রচ্—অন রচনা, ভজ্—অন ভজনা, যন্ত্র—অন যন্ত্রণা, মন্ত্র—অন মন্ত্রণা, শ্রু—অন শ্রবণা, গবেষ—অন গবেষণা, অনু—শুচ—অন = অনুশোচনা।

কোন্ ধাতুর উত্তর কোন্ বাচ্যে কি প্রত্যয় করিয়া নিম্ন লিখিত পদগুলি সিদ্ধ হইয়াছে?

বক্তা, গ্রাহক, বিধায়ী, আখ্যায়ক, গ্রাহী, পুরঃসর, অণ্ডজ, কর্ম্মকর, অগ্রগ, স্বর্ণকার, পণ্ডিতম্মন্য,

(১) কতকগুলি কৃদন্ত প্রত্যয় পরে ণিচের ইকারের লোপ হয়।

ক্ষেমঙ্কর, কম্পমান, বিপন্ন, বিরাজমান, ভ্রান্ত, শুদ্ধ, দেদীপ্যমান, বদ্ধ, জাজ্বল্যমান, খননীয়, ভাগ্য, খ্যাতি, শব্দায়মান, স্বর্ণায়মান, শক্তি, বর্ত্তমান, যুক্তি, প্রণতি, শ্রান্তি, আরব্ধি, ক্লেশ, রোধ, প্রভা, গ্রাস, উপচিকীর্ষা, বিধেয়, দুরপনেয়, ভর্ত্তা, উচ্ছলিত, তনূরুহ, পরিণেতা, অভিষেক, সুরাপায়ী, পরিদৃশ্যমান, সংহতি, খগ, উপমিতি, পরিত্রাণ, দূরদর্শী, মাদক, উপদেষ্টা, পরাস্ত, প্রচার, নিস্তার, দান্ত, শীর্ণ।

সমাস।

দুই অথবা অনেক পদের একপদীকরণকে সমাস কহে। সমাস করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদে বিভক্তি থাকে না কেবল শেষের পদেই বিভক্তি থাকে।

সমাস ছয় প্রকার; দ্বন্দ্ব, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু, ও অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব।

পরস্পর বিশেষ্য বিশেষণ নয় এমন সমকারকীয় দুই অথবা বহুপদের যে সমাস তাহার নাম দ্বন্দ্ব।

যথা, রাম এবং লক্ষ্মণ, রামলক্ষ্মণ। ভীম এবং

অর্জ্জুন, ভীমার্জ্জুন। ফল এবং পুষ্প, ফলপুষ্প। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম। শাল এবং তাল এবং তমাল, শালতালতমাল। রূপ এবং রস এবং গন্ধ এবং স্পর্শ এবং শব্দ, রূপ রসগন্ধস্পর্শ শব্দ।

কর্ম্মধারয়।

বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের যে সমাস তাহার নাম কর্ম্মধারয়।

যথা, সুন্দর যে পুরুষ, সুন্দরপুরুষ। নীল যে উৎপল, নীলোৎপল। গভীর যে কূপ, গভীরকূপ।

বিশেষণ ও বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বিশেষণ শব্দ পুংলিঙ্গের মত হইয়া যায় অর্থাৎ আকার ঈকার প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গের যে চিহ্ন তাহা থাকে না।

যথা, দীর্ঘা যে যষ্টি, দীর্ঘযষ্টি। সতী যে প্রবৃত্তি, সৎপ্রবৃত্তি। জীর্ণা যে তরি, জীর্ণতরি। স্থিরা যে বুদ্ধি, স্থিরবুদ্ধি। মহতী যে কীর্ত্তি, মহাকীর্ত্তি।

তৎপুরুষ।

যে স্থানে পূর্ব্বপদে দ্বিতীয়াদি কোন বিভক্তি থাকে এবং পরপদে প্রথমা বিভক্তি থাকে তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহে। পূর্ব্বপদে দ্বিতীয়া থাকিলে সেই সমাসটিকে দ্বিতীয়া তৎ-

পুরুষ, তৃতীয়া থাকিলে তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী থাকিলে চতুর্থী তৎপুরুষ ইত্যাদি বলা যায়।

যথা, দুঃখকে প্রাপ্ত, দুঃখপ্রাপ্ত। মন্দ ভাষী, মন্দভাষী। ধনদ্বারা ক্রীত, ধনক্রীত। বাক্য দ্বারা দত্ত, বাগ্‌দত্ত। দরিদ্রকে দেয়, দরিদ্রদেয়। দেবকে দত্ত, দেবদত্ত। পদ হইতে চ্যুত, পদচ্যুত। মুখ হইতে ভ্রষ্ট, মুখভ্রষ্ট। ধনের আশা, ধনাশা। রাজার ধন, রাজধন। দেশে বিখ্যাত, দেশবিখ্যাত। ভোগে আসক্ত, ভোগাসক্ত।

বহুব্রীহি।

যে কয়েক পদের সমাস করা যায় সেই কয়েক পদের যে অর্থ, তাহা না বুঝাইয়া অন্য বস্তু বা ব্যক্তি যেখানে বুঝায়, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে। বহুব্রীহির ব্যাস—বাক্যে একটী যদ্ শব্দের পদ থাকে, সেই পদে যে বিভক্তি হয় তদন্ত বলিয়া বহুব্রীহির নাম দেওয়া যায়।

যথা, দীর্ঘ বাহু যার, দীর্ঘবাহু। এখানে বাহুটি দীর্ঘ না বুঝাইয়া দীর্ঘ বাহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝাইল। এই-রূপ বান্ধবের সহিত বর্ত্তমান যিনি, সবান্ধব; সৈন্য-সহ বর্ত্তমান যিনি, সসৈন্য। পীত অম্বর যার, পীতাম্বর।

দুই স্ত্রীলিঙ্গ পদে বহুব্রীহি সমাস হইলে প্রায় পূর্ব্বপদ পুংলিঙ্গ হইয়া যায়; অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন আকার ঈকারাদি থাকে না।

যথা, নির্ম্মলা মতি যার, নির্ম্মলমতি। মৃদ্বী গতি যার, মৃদুগতি। তীক্ষ্ণা বুদ্ধি যার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

বহুব্রীহি সমাসের শেষ পদ ঋকারান্ত ঈকারান্ত অথবা অস্ ভাগান্ত হইলে তদুত্তর ক হয়।

যথা, নদী মাতা যার, নদীমাতৃক। দ্বি পত্নী যার, দ্বিপত্নীক। অল্প বয়স্ যার, অল্পবয়স্ক।

দ্বিগু।

যেখানে সংখ্যাবাচক পদ পূর্ব্বে থাকে এবং সমস্ত পদ দ্বারা সমুদায়ের ঐক্য বুঝায় তাহাকে দ্বিগু কহে।

যথা, তিন ভুবনের ঐক্য, ত্রিভুবন। তিন লোকের ঐক্য ত্রিলোকী। চারি যুগের ঐক্য, চতুর্যুগ।

অব্যয়ীভাব।

সামীপ্য, বীপ্সা, অনতিক্রম, [illegible], পর্য্যন্ত ইত্যাদি অর্থে যে সমাস হয় তাহার নাম অব্যয়ীভাব। অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্ব্ব পদ অব্যয় শব্দ।

যথা,, কূলের সমীপে, উপকূল। বনের সমীপে, উপবন। গৃহে গৃহে, প্রতিগৃহ। ক্ষণে ক্ষণে, প্রতিক্ষণ। শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া, যথাশক্তি, সাধ্যকে অতিক্রম না করিয়া, যথাসাধ্য। বিঘ্নের অভাব নির্ব্বিঘ্ন। ধর্ম্মের অভাব, অধর্ম্ম। সমুদ্র পর্য্যন্ত, আসমুদ্র। কর্ণপর্য্যন্ত, আকর্ণ।

নিম্ন লিখিত পদ গুলিতে কি কি সমাস আছে বল।

কন্দমূলফল, অনন্ত হতশ্রী, আত্মসমর্পিত, তমোহানি, প্রতিদিন, বাষ্পাকুললোচন, অপাপ, যথোচিত, ভূক্রিয়াসক্ত, হস্তস্থলিত, পাদস্পৃষ্ট, ভুজদর্পহারী, রাজদন্ত, করযুগ, নিষ্কলঙ্ক, নির্বিষ্টমনা অমৃতাভিষিক্ত, তরুণাকণকিরণ, অপত্যনির্বিশেষ, নির্ম্মলসলিলকণাসম্পৃক্ত, প্রাণিতবিঙ্কারিতবদন, হর্ষোৎফুল্লনয়ন, ছিন্নমূলতরু, জনশূন্যগহন, মরালকুলকল্লোলিত।

সমাপ্ত।
